দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUN 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

039

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতি

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সনের বিএ (পাস) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে আমি পরীক্ষার্থী ছিলাম এবং মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি। বিলম্বে হলেও নম্বরপত্র পেয়ে ইসলামের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয়ের ১ম ও ২য় পত্রে আমাকে প্রদত্ত নম্বর দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং হতাশ হয়েছি। উক্ত বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রে আমি পরীক্ষানুযায়ী সম্ভাব্য প্রাপ্তির ধারেকাছেও নম্বর পাইনি। আমাকে এতো স্বল্প নম্বর দেয়া হয়েছে যা আমার কল্পনারও অতীত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আমি গতবার (১৯৮৪ রোল ময়মন নং ৩২২২) বিএ (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর পেয়ে ইংরেজী বিষয়ে রেফার্ড পাওয়ায় সাপ্লিমেন্টারীর বদলে আবার নতুনভাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি। সেবার এবারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ পরীক্ষা দিয়েও ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রে অনেক বেশি নম্বর পাই।

অবশেষে প্রতিকারের আশায় আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসের ভাষ্যে জানলাম, ফলাফল সংক্রান্ত নীতিতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে আমার উত্তরপত্র পুনঃ পরীক্ষা করাতে পারি। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নাকি উত্তরপত্রে প্রদত্ত নম্বরের যোগফলে হেরফের হয়েছে কিনা শুধু এটুকুই দেখতে পারেন অথচ বিভিন্নভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পরীক্ষকভেদে উত্তরপত্র মূল্যায়নে তারতম্য থাকে বা একই পরীক্ষকের হাতে সব উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান অপরিবর্তিত থাকে না। এছাড়া নম্বর প্রদানে ভুলের ইতিহাসও নতুন নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে কেউ যদি দৃঢ়তার সাথে প্রদত্ত নম্বরকে চ্যালেঞ্জ করে তবে পুনঃ পরীক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দেখা দেবে কেন ? অথবা ভুল ধরা পড়লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশোধন না করে তা পুরো পুরি চেপে যাওয়া হয় কেন ?

পুনঃ পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমার ব্যাপারেও আমার একটি নিবেদন আছে তা হলো, এবার কলেজে নম্বরপত্র এসেছে ফলাফল প্রকাশের এক মাসের অধিক সময় পরে এবং টেবুলেশন শীট এসেছে আরও পরে। তাই কি করে ফলাফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে পুনঃ পরীক্ষার আবেদন করতে পারি ?

আশা করি সহৃদয় কর্তৃপক্ষ আমার এ আবেদন বিবেচনা করে সঠিক ব্যবস্থা নিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখবেন।

—জনৈক বিএ (পাস) পরীক্ষার্থী
রোল ময়মন নং ৩৬২২
নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ।